বাংলাদেশের
জাতীয় বিষয়াবলি

প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক
কালের ইতিহাস

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী থেকে

বাংলার আদি অধিবাসীগণের ভাষাও ছিল অস্ট্রিক

আর্যরা এদেশে এসেছে— ইরান থেকে, তাদের আদি বাসস্থান- ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ তৃণভূমি অঞ্চল, ধর্ম- সনাতন, ধর্মগ্রন্থ বেদ, ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাব।

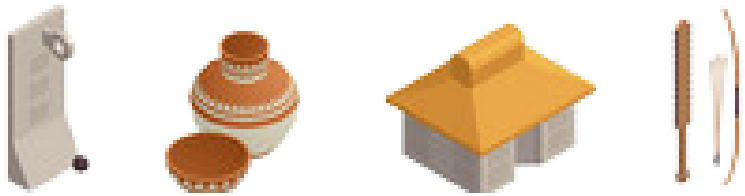

বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি-- দ্রাবিড়, নিষাদ জাতি বলা হয় অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বাঙালি জাতিকে। বর্তমানে বাঙালি জাতির পরিচয় সংকর জাতি হিসেবে

বাংলার আদি উপজাতি- কোল, ভেল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি।

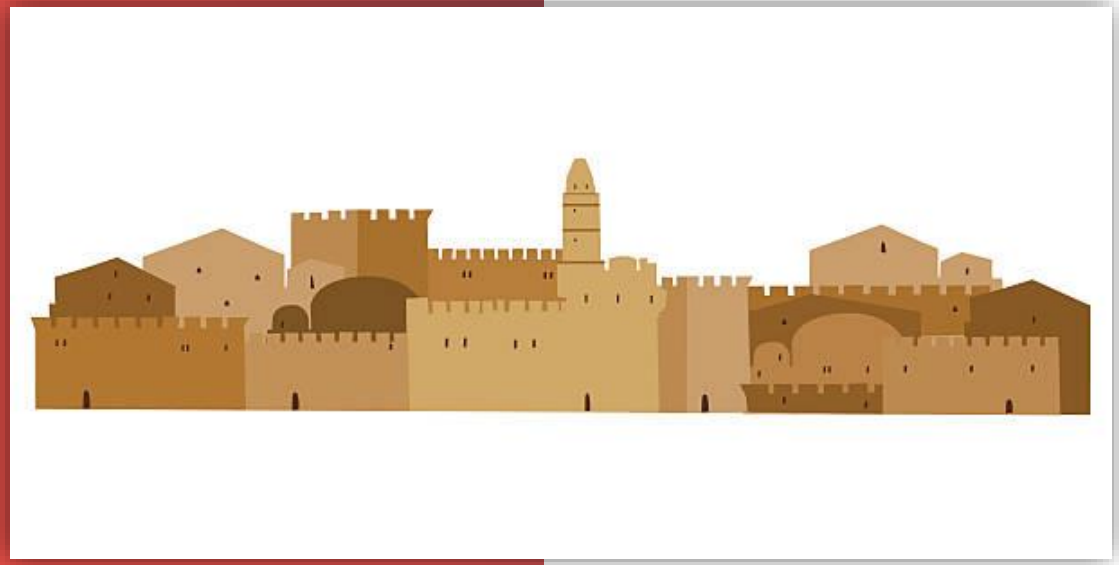

বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ পুণ্ড্র, রাজধানী ছিল— পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্র জনপদের বিস্তৃতি - বর্তমান বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলা জুড়ে। মহাস্থানগড় ও পুণ্ড্র নগরী যে একই তা সনাক্ত করেন - কানিংহাম

প্রাচীনকালে এদেশের নাম ছিল- বঙ্গ, বঙ্গ নামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে, সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ বাংলা ব্যবহৃত হয়- আবুল ফজলের 'আইন-ই আকবরী গ্রন্থে। বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে অন্তর্ভুক্ত ছিল- বঙ্গ জনপদের; বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুর জেলাও প্রাচীনকালে অন্তর্ভুক্ত ছিল বঙ্গের।

বাংলার প্রাচীন জনপদ ও শাসনামল

মৌর্যযুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল- পুণ্ড্রনগর, গৌড়ের— কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়ের— কোটিবর্ষ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যসভার গ্রিক দূত ছিলেন— মেগাস্থিনিস, মেগাস্থিনিস ভারবর্ষ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করেন ইন্ডিকা গ্রন্থে।

বাংলার প্রাচীন জনপদ ও শাসনামল

বরেন্দ্র বলতে বর্তমানে বুঝায়- রাজশাহী অঞ্চল/বিভাগকে; রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বরেন্দ্রভূমি

প্রাচীনকালে সমতট বলতে বুঝাতে - কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে, সমতট রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল— কুমিল্লার বড়কামতায়

বাংলার প্রাচীন জনপদ ও শাসনামল

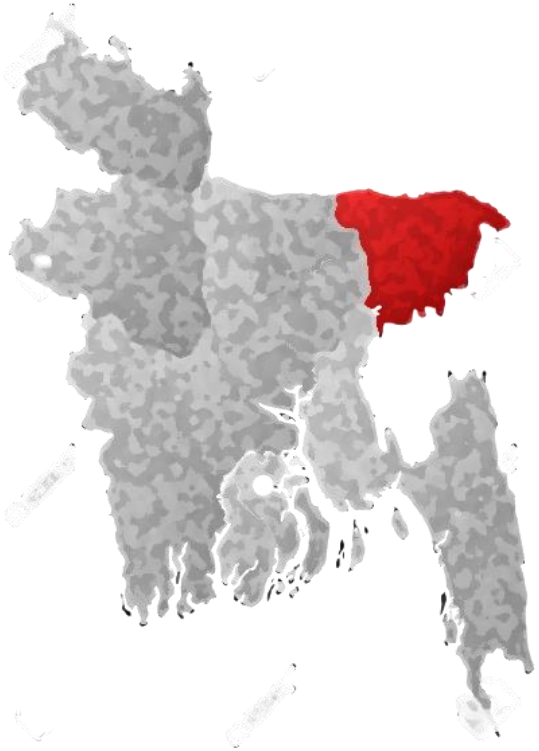

প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশ বিশেষ অবস্থিত - চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। সর্বপ্রথম গৌড় নামের উল্লেখ পাওয়া যায়- পাণিনির গ্রন্থে

বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ। বর্তমান সিলেট জেলা প্রাচীনকালে অন্তর্ভুক্ত ছিল হরিকেল জনপদের

বাংলার প্রাচীন জনপদ ও শাসনামল

প্রাচীন রাঢ় জনপদের অবস্থান- বর্ধমান

গুপ্ত বংশের রাজধানী ছিল~ গৌড়, সুলতানী আমলেও বাংলার রাজধানী ছিল— গৌড় ।

বাঙালি জাতির উৎপত্তি বঙ্গ নাম থেকে

বাংলার প্রাচীন জনপদ ও শাসনামল

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য, ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তার রাজধানীর নাম- পাটলিপুত্র। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন - চাণক্য, যার ছদ্মনাম— কোটিল্য; কোটিল্য রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ- অর্থশাস্ত্র। মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট অশোক, উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সম্রাট অশোক গ্রহণ করেন— বৌদ্ধধর্ম। তাঁকে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্মের কনস্টান্টাইন।

ভারতে গুপ্ত বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়—৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, গুপ্ত বংশের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র, বাংলায় গুপ্তবংশের রাজধানী ছিল— পুণ্ড্রনগর। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্র গুপ্ত; শ্রেষ্ঠ রাজা- সমুদ্রগুপ্ত; শেষ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; যার উপাধি ছিল— বিক্রমাদিত্য।

গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন~ ৩২৭-৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে; আলেজান্ডার অগ্রসর হয়েছিলেন- সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত; তার শিক্ষক ছিলেন এরিস্টটল। চারজন গ্রিক গুরু শিষ্যের ক্রম হলো— সক্রেটিস → প্লেটো - এরিস্টটল → আলেকজান্ডার।

পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বাংলায় আসেন-- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে, তিনি ছিলেন প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক। আর বাংলায় প্রথম পরিব্রাজক ছিলেন— মেগাস্থিনিস।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর দীক্ষাগুরু ছিলেন- শিলভদ্র, শিলভদ্র আচার্য ছিলেন নালন্দা বিহারের; নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে, এটি বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত।

বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক, তিনি বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করে রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদে)। তার উপাধি ছিল- মহাসামন্ত, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কৃষক, ৭ম শতকের শুরুতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় দীর্ঘদিন যোগ্য শাসকের অভাবে যে অরাজক ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে তাকে বলা হয়- মাৎস্যন্যায়; সময়কাল-৭ম-৮ম শতক।

বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন সূচিত হয়-- পাল বংশের মাধ্যমে; পাল বংশের রাজাগণ বাংলায় রাজত্ব করেন প্রায় চারশ বছর। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা~গোপাল; শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল; শেষ রাজা রামপাল।

সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা - হেমন্ত সেন, শ্রেষ্ঠ সম্রাট-- বিজয় সেন, শেষ রাজা লক্ষণ সেন (বাংলার শেষ হিন্দু রাজা); সেন রাজা বল্লাল সেন রচিত গ্রন্থ-- দানসাগর ও অদ্ভুত সাগর

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

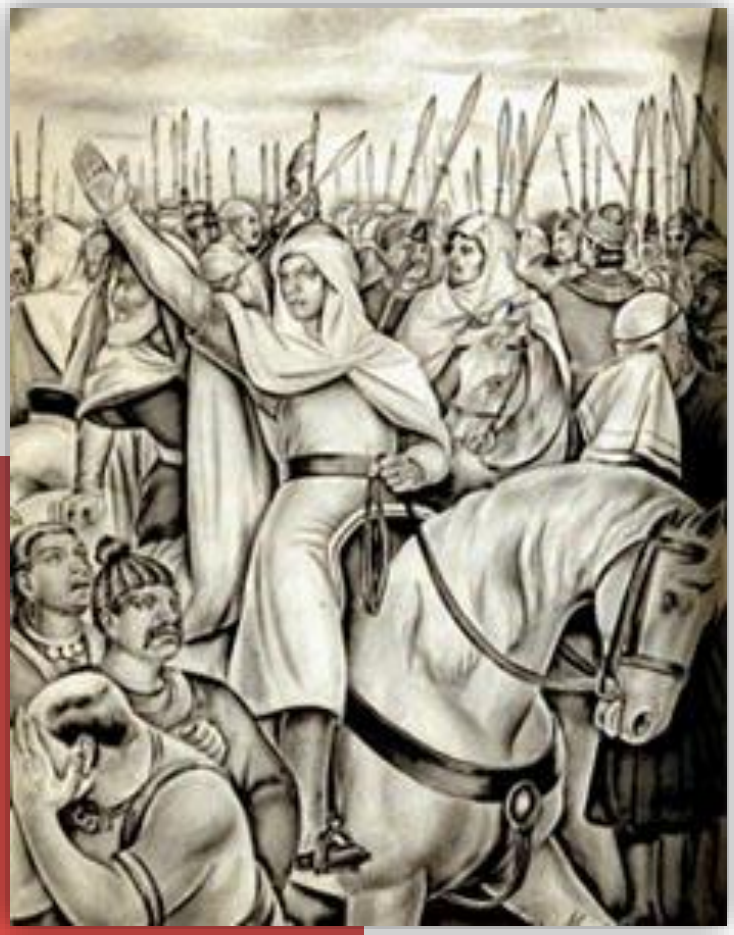

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন- মুহাম্মদ বিন কাসিম। সিন্ধু ও মুলতানের রাজা দাহিরকে পরাজিত করে তিনি ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন

গজনীর সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত আক্রমণ করেন—- ১৭ বার; সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন মহাকবি ফেরদৌসী (প্রাচ্যের হাোমার); সভার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন- আল বেরুনী

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

ভারতে সর্বপ্রথম তুর্কি সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন- মুহাম্মদ ঘুরী। তারাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ সংগঠিত হয় মুহাম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে; প্রথম যুদ্ধে (১১৯১) জয়লাভ করেন— পৃথ্বীরাজ; দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২) জয়লাভ করেন মুহাম্মদ ঘুরী।

ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক; তিনি প্রথম জীবন শুরু করেছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতদাস হিসেবে; তিনি কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। দানশীলতার জন্য তাকে বলা হতো Lakh Baksh

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ; তিনি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন- কুতুব মিনারের। দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলিম নারী - সুলতানা রাজিয়া; তিনি ছিলেন- শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের কন্যা

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন~ ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন- মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে; তুঘলক— ইবনে বতুতাকে প্রথমে দিল্লির কাজী এবং পরে চীনের রাষ্ট্রদূত করেন।

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন— ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী; বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে তিনি বাংলা জয় করেন - ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ; তিনি চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন।

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

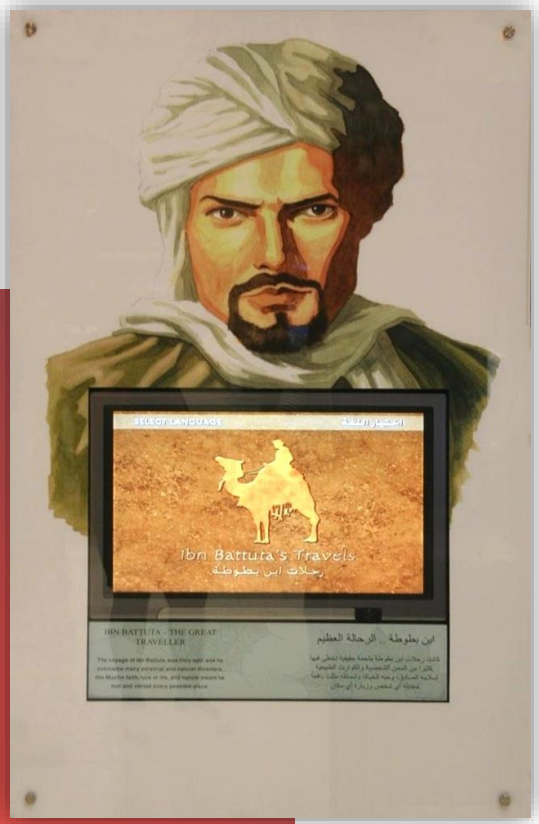

ইবনে বতুতা বাংলায় আসেন - ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ এর আমলে (১৩৪৫ খ্রি.); ইবনে বতুতা ছিলেন--- মরক্কোর নাগরিক; ভ্রমণ করেন সোনারগাঁও; তাঁর রচিত গ্রন্থ- রেহেলা; তিনি বাংলাকে ধনসম্পদপূর্ণ নরক বলে অভিহিত করেন।

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

বাংলাকে ‘বুলগাকপুর বা বিদ্রোহের নগর হিসেবে অভিহিত করেন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী

সমগ্র বাংলার সর্বপ্রথম অধিপতি মুসলিম সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ; তিনি বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি লাভ করেন- শাহ-ই-বাঙ্গালা উপাধি। তার সময় থেকেই সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিতি লাভ করে বাঙ্গালা নামে।

বাংলায় মুসলমান ও স্বাধীন সুলতানি

বাংলাকে ‘বুলগাকপুর বা বিদ্রোহের নগর হিসেবে অভিহিত করেন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী

সমগ্র বাংলার সর্বপ্রথম অধিপতি মুসলিম সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ; তিনি বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি লাভ করেন- শাহ-ই-বাঙ্গালা উপাধি। তার সময় থেকেই সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিতি লাভ করে বাঙ্গালা নামে।

রক্তপাত ও কঠোর নীতি যে সুলতানের বৈশিষ্ট্য ছিল- গিয়াসুদ্দীন বলবন।

বাংলা গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হুসেন শাহী আমলে; বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপাোষকতার জন্য বিখ্যাত হুসেনশাহী শাসক আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

গৌড়ের বিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ ও বারদুয়ারী মসজিদের নির্মাতা--- নুসরত শাহ।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ ষাট গম্বুজ মসজিদ (বাগেরহাট); মসজিদের প্রকৃত গম্বুজ সংখ্যা- ৮১টি; মসজিদটি নির্মাণ করেন খান জাহান আলী।

মুঘল শাসনামলে বাংলা

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬); বাবর শব্দের অর্থ- বাঘ, সম্রাট বাবর রচিত আত্মজীবনীর নাম- তুযুক-ই-বাবর বা বাবরনামা।

পানি পথের প্রথম যুদ্ধ-১৫২৬, দ্বিতীয় যুদ্ধ— ১৫৫৬, তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৬১ । পানিপথ অবস্থিত দিল্লির অদূরে যমুনা নদীর তীরে, ভারতবর্ষে প্রথম কামানের ব্যবহার হয় পানি পথের প্রথম যুদ্ধে

মুঘল শাসনামলে বাংলা

পানিপথের ১ম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি বাবরের বাহিনীর নিকট পরাজিত হন

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার নাম দেন - জান্নাতাবাদ

মুঘল শাসনামলে বাংলা

হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন শেরশাহ। ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তক শেরশাহ; গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাতা- শেরশাহ; শেরশাহ চালুকৃত মুদ্রার নাম— দাম।

মুঘল শাসনামলে বাংলা

মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক-- সম্রাট আকবর; তিনি বাংলা জয় করেন ১৫৭৫ সালে; সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ধর্মের নাম— দীন-ই-ইলাহী। বাংলা সন ও বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেন সম্রাট আকবর। সমগ্র বাংলা “সুবহ ই-বাঙ্গালা' নামে পরিচিতি লাভ করে- সম্রাট আকবরের সময়। সম্রাট আকবরের রাজসভার গায়ক তানসেনকে বলা হয় - বুলবুল-ই-হিন্দ; তার রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন-- বীরবল।

মুঘল শাসনামলে বাংলা

আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা — আবুল ফজল। এই গ্রন্থে বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে।

মুঘল শাসনামলে বাংলা

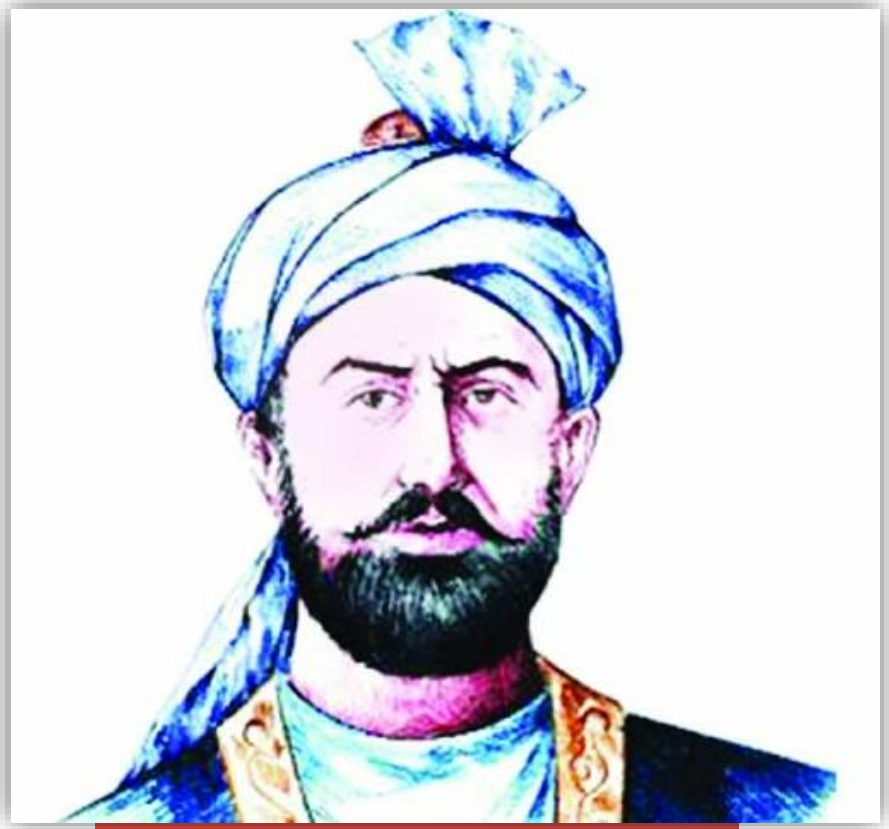

পানি পথের ২য় যুদ্ধে- আফগান নেতা হিমু আকবরের সেনাপতি বৈরাম খানের নিকট পরাজিত হন

বাংলায় বার ভূঁইয়াদের উত্থান ঘটে - সম্রাট আকবরের সময়। বার ভূঁইয়াদের শ্রেষ্ঠ ভূঁইয়া ঈশা খান। ঈশা খান বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন - সোনারগাঁওয়ে।

মুঘল শাসনামলে বাংলা

তাজমহল ও ময়ুর সিংহাসনের নির্মাতা- সম্রাট শাহজাহান

দিল্লি আক্রমণ করে কোহিনুর ও ময়ুর সিংহাসন লুট করেন- নাদির শাহ

মুঘল শাসনামলে বাংলা

পানি পথের ৩য় যুদ্ধে মারাঠারা আহমদ শাহ আবদালির নিকট পরাজিত হন

বাংলার প্রথম সুবেদার ইসলাম খা; তিনি প্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন ঢাকায় (১৬১০); ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। ঢাকা প্রথম রাজধানী হয় - ১৬১০ সালে। ঢাকার ধাোলাই খাল নির্মাণ করেন ইসলাম খা; লালবার্গ দুর্গ নির্মাণ করেন- শায়েস্তা খান

মুঘল শাসনামলে বাংলা

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব-মুর্শিদকুলি খান (কেননা তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম স্বাধীন নবাব ছিলেন)

মুঘল শাসনামলে বাংলা

শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর বা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, তাঁর কবর- ইয়াঙ্গুন

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

পলাশী যুদ্ধ সংগঠিত- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন; ভাগিরথী নদীর তীরে। পলাশী যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ; নবাব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন— মীর জাফর।

মুঘল শাসনামলে বাংলা

সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম - মির্জা মোহাম্মদ; পিতার নাম জয়েন উদ্দিন; মাতার নাম - আমিনা বেগম

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রসাদ ষড়যন্ত্র করেন- ঘসেটি বেগম

মুঘল শাসনামলে বাংলা

অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী তৈরি করেন হলওয়েল; হলওয়েল মনুমেন্ট হলো- সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে নির্মিত মনুমেন্ট

বক্সারের যুদ্ধ সংগঠিত হয়- ১৭৬৪ সালে; এ যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন- মীর কাসিম

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

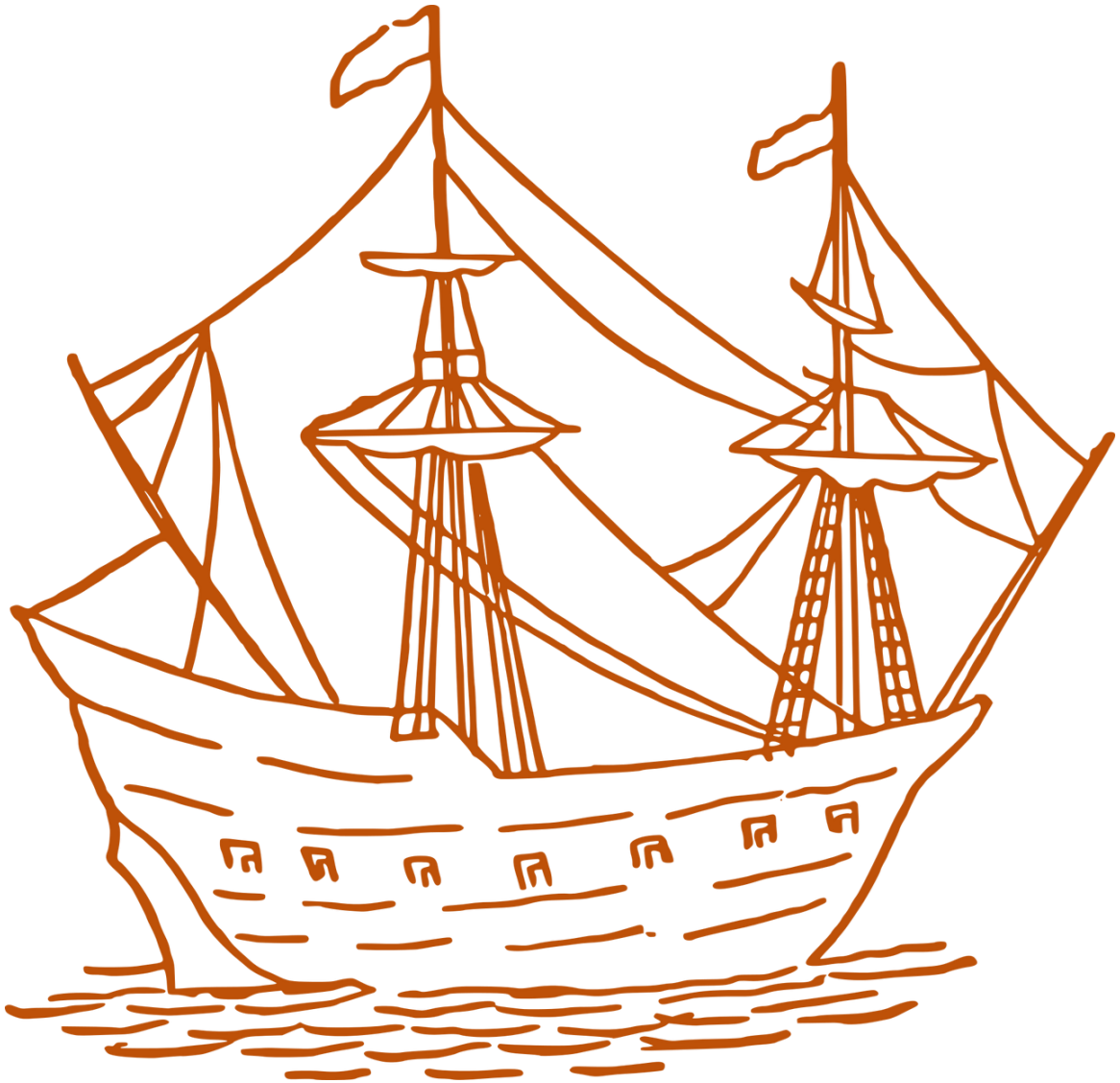

সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বাংলায় আসা ইউরোপীয় জাতি— পর্তুগিজ। সমুদ্র পথে প্রথম ভারতে আসেন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা। তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছেন ১৪৯৮ সালের ২৭ মে

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

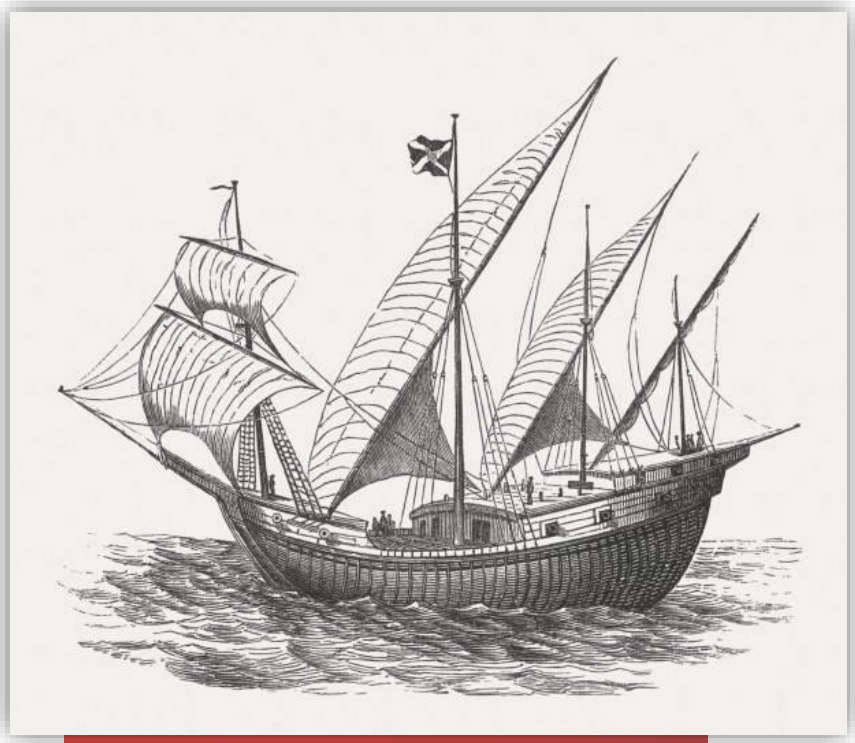

ওলন্দাজরা উপমহাদেশে আসে - ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে; দিনেমাররা (ডেনমার্ক) আসে- ১৬১৬ সালে, ফরাসিরা আসে- ১৬৬৪ সালে

পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম বন্দরের নাম দেন — পোর্টোগ্রান্ডে

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

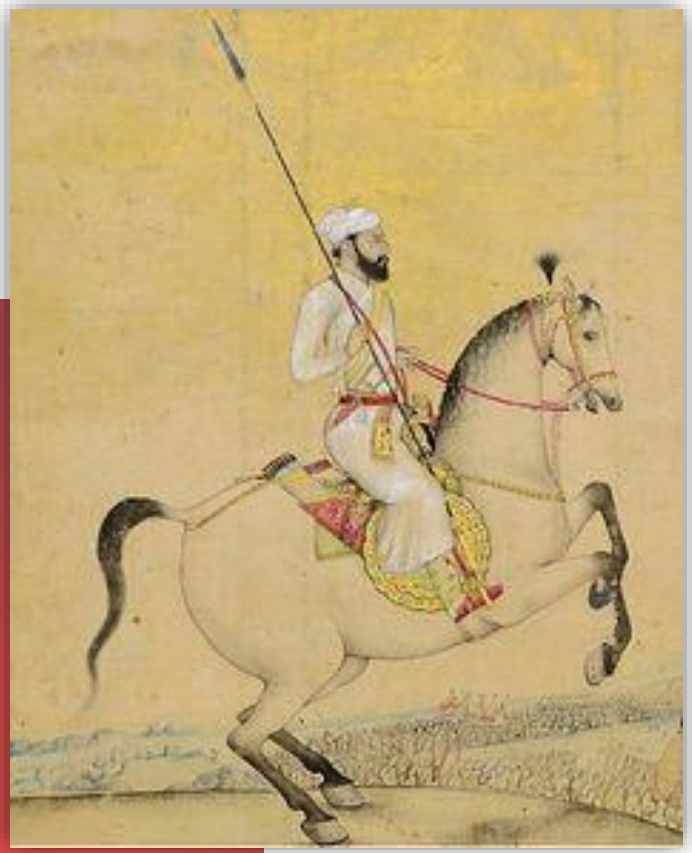

পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন শায়েস্তা খান

ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়- ১৬০০ সালে; সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে তারা প্রথম কুঠি স্থাপন করেন-- সুরাটে (১৬১২)

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজস্ব আদায় ক্ষমতা/দেওয়ানী লাভ করে-১৭৬৫ সালে। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করে - ১৭৬৫ সালে। বাংলায় দ্বৈত শাসনের মারাত্মক পরিণতি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬, ইংরেজি ১৭৭০ খ্রি.)। দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটে-১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন-~~ কার্টিয়ার

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

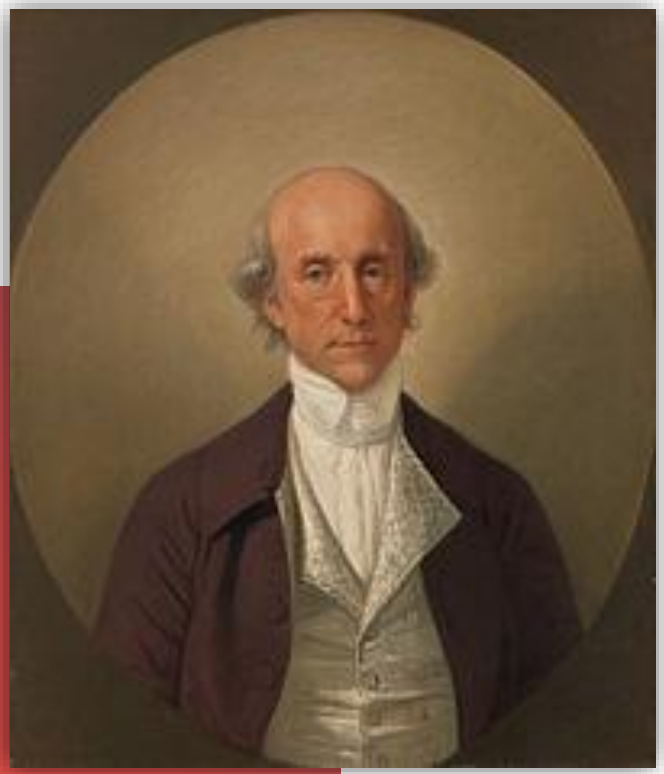

ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন- ১৭৭২ সালে; তিনি পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন - ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের প্রথম সূচনা করেন।

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

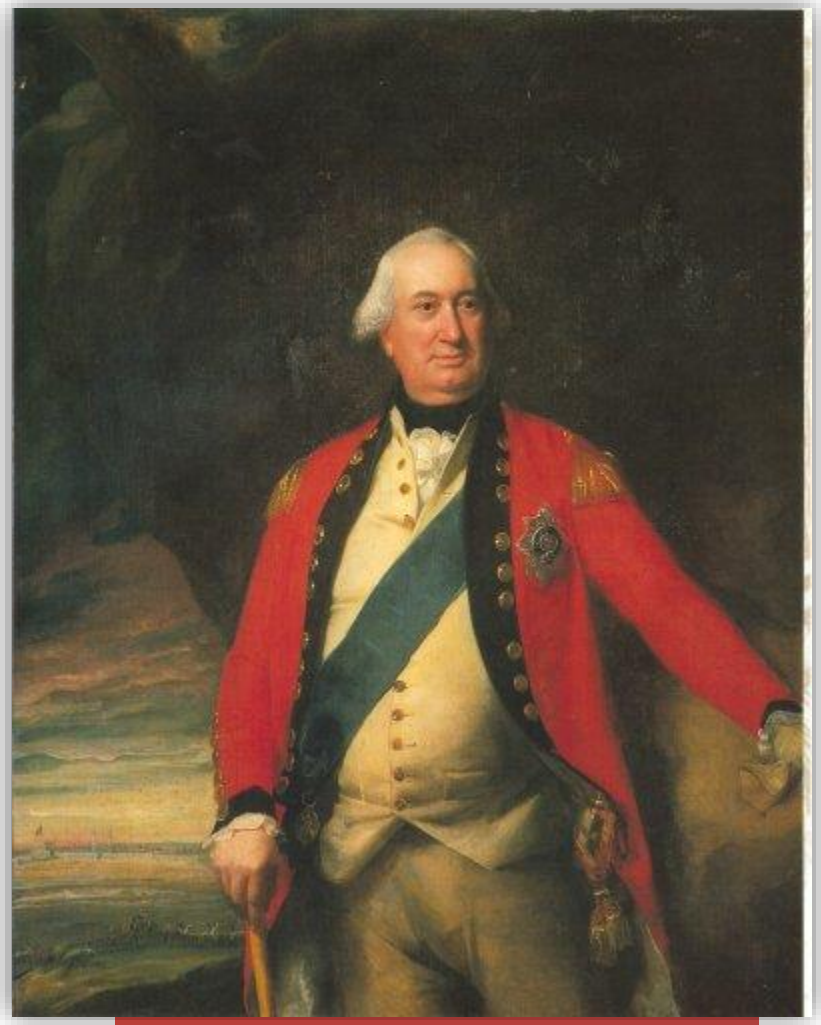

লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন - ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে, তিনি চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - ১৭৯৩ খ্রি.

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - লর্ড ক্যানিং; উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রাও তিনি চালু করেন।

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

উপমহাদেশের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস; শেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং, সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮০০ সালে; কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়-- ১৮০১ সালে

সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করা হয় - ১৮২৯ সালে, আইনটি প্রবর্তন করেন - লর্ড বেন্টিঙ্ক।

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও শাসন

তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলামিত্র

রংপুর বিদ্রোহ - ১৭৮৩

সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন - ১৯৩০

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে; এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেন নাইট উপাধি

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার

দানবীর হিসাবে খ্যাত হাজী মুহাম্মদ মহসীন এর জন্ম - ১৭৩২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়

ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরিয়তউল্লাহ, পরবর্তীতে তাঁর ছেলে দুদু মিয়া, যিনি ঘোষণা করেছিলেন- "জমি থেকে খাজনা আদায় করা আল্লাহর আইনের পরিপন্থি।"

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার

ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে প্রথম শহীদ বাঙ্গালি - তিতুমীর। তিতুমীরের প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। তিতুমীরের আন্দোলন সংঘটিত হয় নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা কেন্দ্র করে। বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয় ও তিতুমীর শহীদ হন ১৮৩১ সালে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার

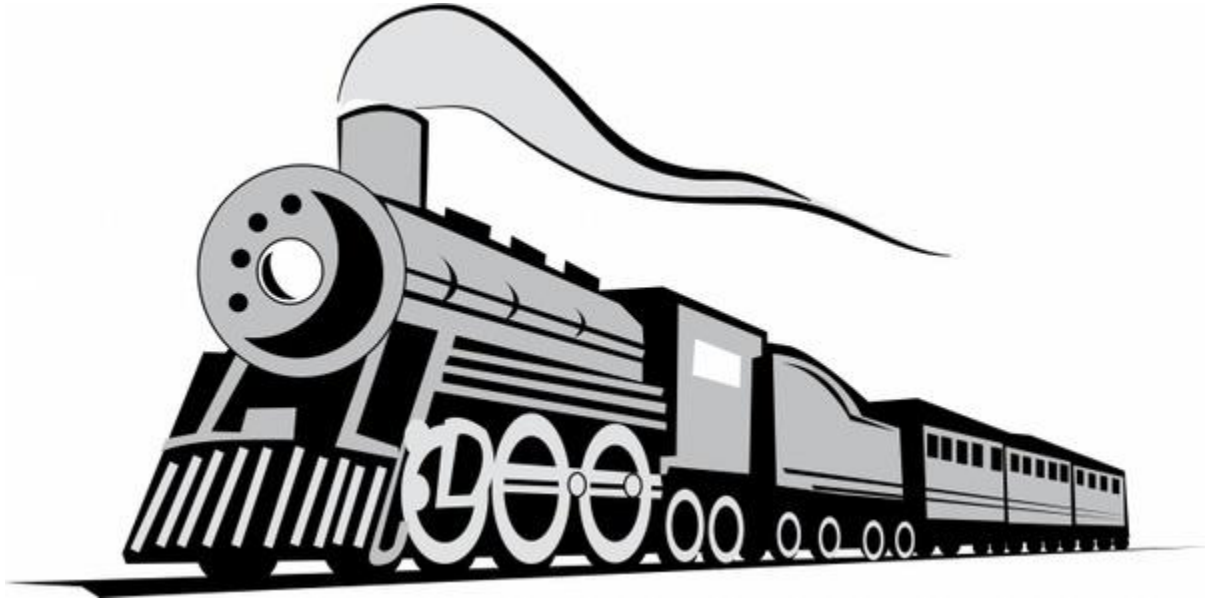

উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যাোগাযাোগ (১৮৫৩) চালু করেন - লর্ড ডালহৌসী

সিপাহী বিদ্রোহ হয়- ১৮৫৭ সালে। পরের বছর ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় এবং ইংল্যান্ড সরকারের হাতে ক্ষমতা চলে যায়।

নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে--১৮৬০ সালে

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার

বঙ্গভঙ্গ হয় - ১৯০৫ সালে, রদ হয় - ১৯১১ সালে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার

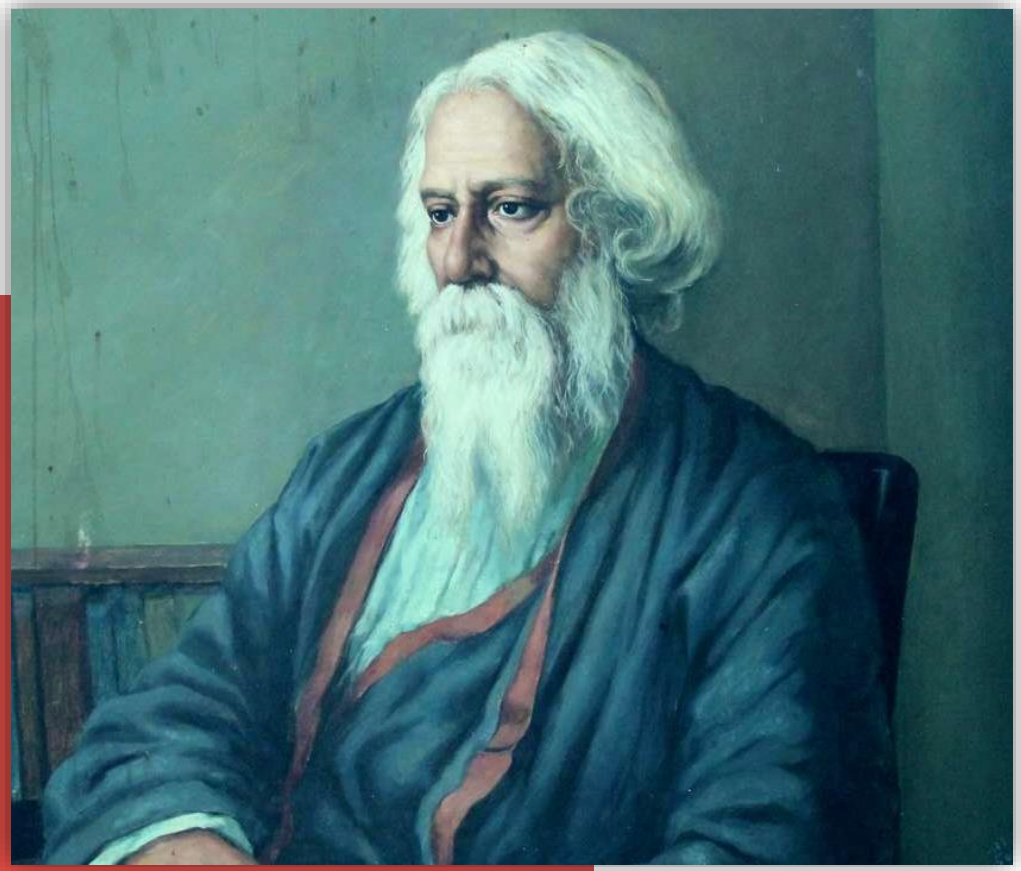

প্রতিষ্ঠাতা: মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি - নওয়াব আবদুল লতিফ, আলীগড় আন্দোলন - স্যার সৈয়দ আহমদ খান, কংগ্রেস - এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, অসহযোগ আন্দোলন - মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী), দ্বি-জাতি তত্ত্ব - মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

‘মহাত্মা’ উপাধি প্রদান করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার

লাহোর প্রস্তাব ঘোষণা করেন - এ. কে ফজলুল হক (১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ)

কংগ্রেস - ১৮৮৫ এবং মুসলীম লীগ - ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়

ক্রিপস মিশন - ১৯৪২, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা - ১৯৪৭

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিদ্রোহ ও সংস্কার

বাংলায় ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন আইনী সংস্কার পদক্ষেপ: লর্ড ক্লাইভ - দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (১৭৬৫), লর্ড কর্ণওয়ালিস - চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক - সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ (১৮২৯), লর্ড কার্জন - বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), লর্ড হার্ডিঞ্জ - বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), লর্ড লিনলিথগো ক্রিপস মিশন (১৯৪২), লর্ড ওয়াভেল - ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬), লর্ড মাউন্টব্যাটেন - ভারত স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭)

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

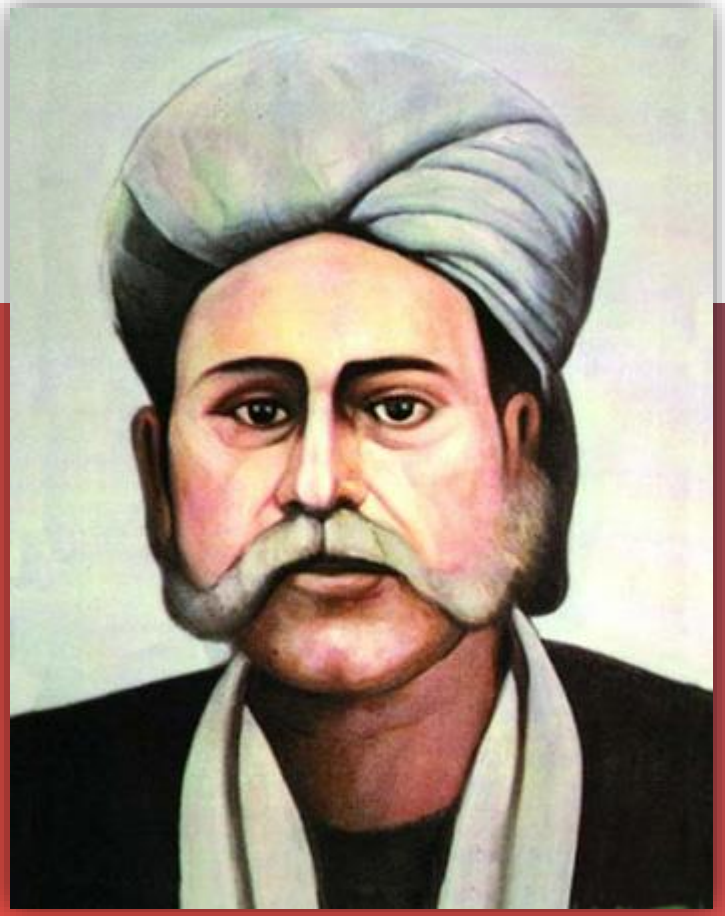

পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে—৩০ নভেম্বর, ২০১৬

বাংলাদেশের সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান; তার জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে বলা হয় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী।

মরমী কবি হাছন রাজা

কুষ্টি ও সংস্কৃতি

বাউল সম্রাট - লালন শাহ; লালন শাহের গানের বিষয়বস্তু দেহতত্ত্ব, লালনের আখড়া অবস্থিত- কুষ্টিয়া। বাউল গানের বিশেষত্ব- আধাত্মবিষয়ক

উপজাতিদের বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় বৈসাবি; রাখাইনদের উৎসবের নাম- জলকেলি।

সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা— ১৯৬১; উদীচী শিল্পী গাোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা- ১৯৬৮

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

‘গম্ভীরা বাংলাদেশের যে অঞ্চলের গান
চাঁপাইনবাবগঞ্জ (রাজশাহী)। চটকা ও
ভাওয়াইয়া - রংপুর। ভাটিয়ালী - ময়মনসিংহ।
ভাণ্ডারী চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান। ঢাকা,
ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম -
জারি

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির গীতিকার আবদুল গাফফার চৌধুরী; গানটির প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ, বর্তমান সুরকার - আলতাফ মাহমুদ

‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি’ বিখ্যাত এ বাংলা গানটির রচয়িতা — গোবিন্দ হালদার

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের একমাত্র লাোকশিল্প জাদুঘরটি - নারায়ণগঞ্জের সাোনারগাঁয়ে। লাোকশিল্প জাদুঘরের বর্তমান নাম- জয়নুল লাোক ও কারুশিল্প জাদুঘর।

বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত ১৯১৩ সালে

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর অবস্থিত ঢাকার আগারগাঁও, প্রতিষ্ঠিত - ২২ মার্চ, ১৯৯৬ সালে

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত - আগারগাঁও

বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালা অবস্থিত শিল্পকলা একাডেমিতে, আর শিল্পকলা একাডেমি অবস্থিত - ঢাকার সেগুনবাগিচায়

বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক বা নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘর - চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর - বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী (১৯১০)

বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর (দুর্ভিক্ষ) হয়েছিল ইংরেজি ১৯৪৩ সালে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এর উপর আঁকেন বিখ্যাত চিত্রশিল্প - ‘ম্যাডোনা ৪৩

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

প্রখ্যাত 'তিন কন্যা' ছবিটি এঁকেছেন - কামরুল হাসান; মনপুরা-৭০ - একটি চিত্রশিল্পের নাম।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পল্লীগীতির গায়ক - আব্বাস উদ্দিন ও আবদুল আলীম।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বৈরাগীর ভিটা অবস্থিত করতোয়া নদীর তীরে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে

বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ- সিলেটের; ঢাকা-ময়মনসিহং অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাচ - জারি; রংপুর, রাজশাহী অঞ্চলের নৃত্য- ঝুমুর

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

উয়ারি বটেশ্বর ২০১০ সালে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবিকৃত বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। নরসিংদীর বেলাবোতে অবস্থিত উয়ারি বটেশ্বরে পাওয়া গেছে ১৪০০ বছরের প্রাচীন ইট নির্মিত বৌদ্ধ পদ্মমন্দির।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

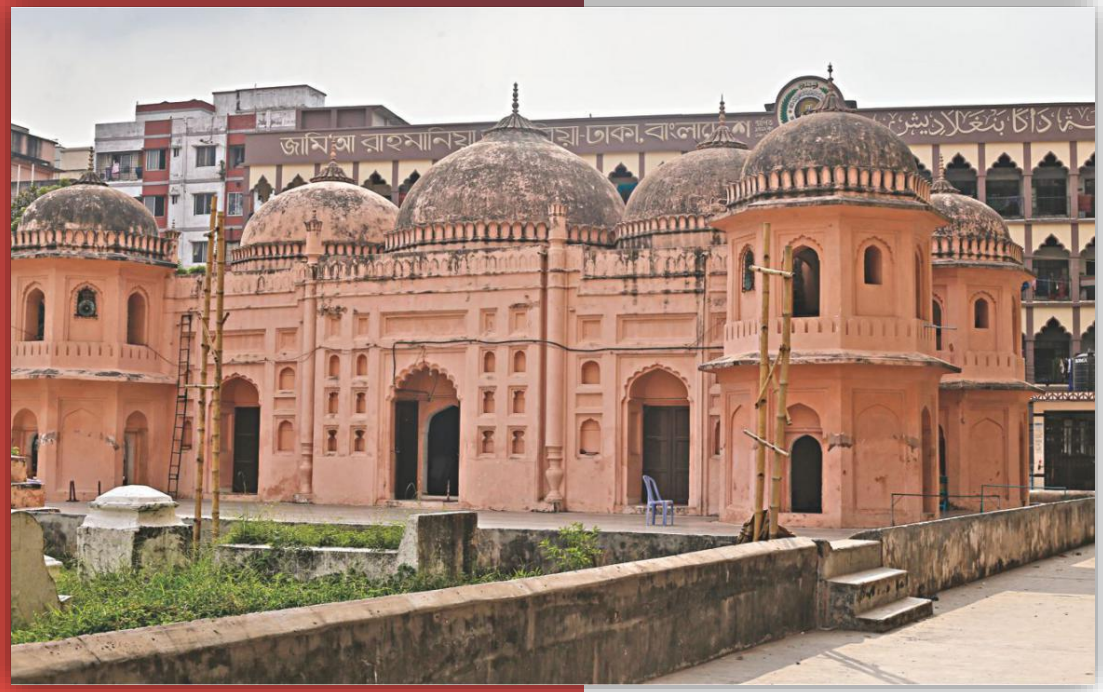

সপ্তদশ শতাব্দীতে শায়েস্তা খান নির্মিত সাত গম্বুজ মসজিদটি (মূলত গম্বুজ সংখ্যা ৩টি) — ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত

শালবন ও আনন্দ বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে, সাোমপুর বিহার নওগাঁর পাহাড়পুরে, সীতাকোট বিহার দিনাজপুরে, মহামুনি বিহার চট্টগ্রামের রাউজানে এবং ভাসু বিহার বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয় পাল শাসনামলে, এটি নির্মাণ করেন রাজা ধর্মপাল

শালবন বিহার অবস্থিত কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। ময়নামতির নিদর্শন বৌদ্ধ ধর্মের (৭ম শতক)। ভাোজ বিহার অবস্থিত কুমিল্লা জেলায়।

সাোনারগাঁয়ের নামকরণ করা হয় - ঈসা খানের স্ত্রী সাোনা বিবির নাম অনুসারে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, শীলাদেবীর ঘাট, লক্ষ্মীন্দরের মেধ, বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘর মহাস্থানগরে অবস্থিত।

পাঁচবিবির মাজার, সাোনা বিবির মাজার, পঞ্চম পীরের মাজার, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর মাজার, পানাম নগর ও বাংলাদেশ লাোকশিল্প জাদুঘর - সোনারগাঁও এ অবস্থিত।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

আওরঙ্গবাদ দুর্গ হিসেবে পরিচিত লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শাহজাদা মোহাম্মদ আজম শুরু করলেও শেষ করেন সুবেদার শায়েস্তা খা। লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে অবস্থিত- সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যা পরিবিবির মাজার (আসল নাম ইরান দুখত)।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

ঢাকার নবাব আব্দুল গণি তার পুত্র আহসানউল্লাহর নামানুসারে ১৮৭২ সালে নির্মাণ করেন আহসান মঞ্জিল।

উত্তরা গণভবন অবস্থিত - নাটোর জেলায়।

নুসরতশাহ নির্মাণ করেন - রাজশাহীর বাঘা মসজিদ এবং চাপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ

কুসুম্বা মসজিদ অবস্থিত নওগাঁয়

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

কান্তজীর মন্দির দিনাজপুর জেলার কান্তনগরে অবস্থিত

রামসাগর - দিনাজপুরে, নীলসাগর- নীলফামারীতে এবং ধর্মসাগর- কুমিল্লায় অবস্থিত

বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন— সুবেদার ইসলাম খান এবং ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন - মুর্শিদকুলী খান

পাঁচ পীরের মাজার সোনারগাঁয়ে

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বড় কাটরা ও ছোট কাটরা উভয়ই ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত। বড় কাটরার নির্মাতা শাহ সুজা এবং ছোট কাটরার নির্মাতা শায়েস্তা খান।

ঢাকা গেট এর নির্মাতা-মীর জুমলা। হোসেনি দালান এর নির্মাতা মীর মুরাদ

চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের নাম - মুখ ও মুখোশ, পরিচালক আবদুল জব্বার খান

বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক - নিধুবাবু। তার আসল নাম রামনিধি গুপ্ত

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালে। শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়—১৯৭৪ সালে।

চলচ্চিত্র

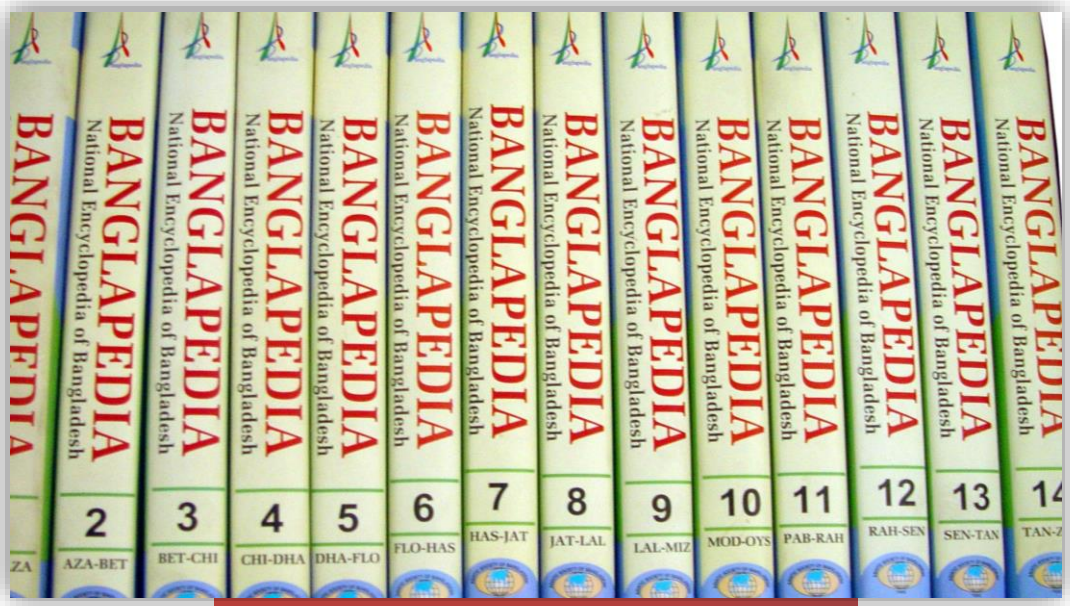

এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ' এর নাম বাংলা পিডিয়া

উপমহাদেশে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় ১৮৯৫ সালে। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন । বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের জনক - আবদুল জব্বার খান।

উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের নাম - জামাই ষষ্ঠী।

চলচ্চিত্র

‘কাঁচের দেয়াল’ বিখ্যাত চলচ্চিত্র - জহির রায়হানের। ‘স্টপ জেনোসাইড' এর পরিচালক জহির রায়হান

‘ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা আলমগীর কবির।

“চিত্রা নদীর পাড়ে' চলচ্চিত্রের নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল

‘ঘেটু পুত্র কমলা' চলচ্চিত্রের পরিচালক- হুমায়ুন আহমেদ

চলচ্চিত্র

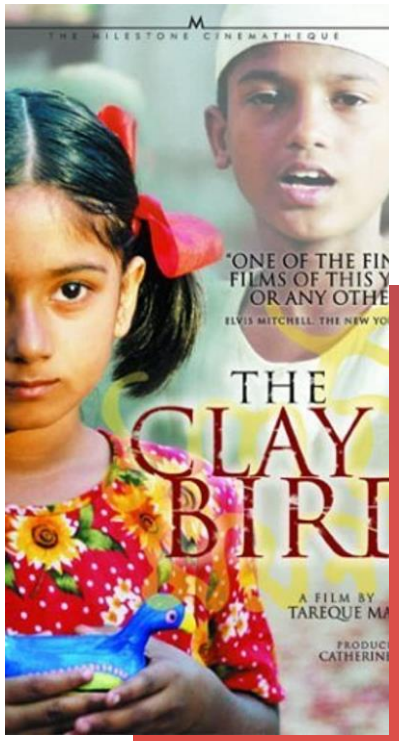

‘মাটির ময়না’ চলচ্চিত্রের পরিচালক তারেক মাসুদ। অঙ্কারের জন্য মনোনীত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র—মাটির ময়না।

‘জীবন থেকে নেওয়া বিখ্যাত চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন জহির রায়হান

বিএফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৭ সালে

শিক্ষামূলক কার্টুন সিরিজ মীনার স্রষ্টা - মোস্তফা মনোয়ার

ধন্যবাদ